গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৬ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ১৮/০২/২০১৮
সময় : সকাল ১১:৩০ ঘটিকা;
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'।

সভার সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ১০৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ১০৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। ১০৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০৫তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গত ০৭.০১.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩: **সেতু বিভাগ ও এর অধীনস্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারিদের জন্য আবাসন নির্মাণ।**

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আবাসন সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের অব্যবহৃত জমিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন। গত ০২.১০.২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ তাদের দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আবাসনের সংকটের বিষয়টি আলোচিত হয়। সরকারি চাকুরিজীবিদের জন্য স্থায়ী আবাসনের বিষয়ে জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা ২০১৬-এ স্বায়ত্ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত, বেসরকারি সংস্থা এবং দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক নগরপ্রান্তে ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে ও সরকারি পরিত্যক্ত/পতিত/অব্যবহৃত জমিতে যৌথ উদ্যোগে এপার্টমেন্ট নির্মাণ, বাড়ী ভাড়া দেয়ার চেয়ে মালিকানা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি দেয়া, সরকারি চাকুরিজীবিদের জন্য কিস্তিতে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা, প্রকৃত বাজার ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সংগতি রেখে ফ্ল্যাটের দাম পুন:নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

২০২

৩.২। এ প্রসঙ্গে সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হতে প্রায় ৩০ বছর সময় অতিক্রান্ত হলেও সেতু বিভাগ ও এর অধীনস্ত সংস্থার কর্মচারিদের জন্য সরকারিভাবে কোন আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীন সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্লট বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে রিসেটেলমেন্ট ভিলেজ নির্মাণের জন্য মোট ৪০ (চল্লিশ) একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। রিসেটেলমেন্ট ভিলেজ নির্মাণের পর অব্যবহৃত প্রায় ৬ একর জমিতে ৪০০ হতে ৪৫০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা যেতে পারে। কর্মচারির গ্রেড অনুযায়ী নেট কার্পেটিং এরিয়া হিসেবে ফ্ল্যাটের সম্ভাব্য সাইজ হতে পারে ১-৯ গ্রেডের জন্য ১৫০০ বর্গ ফুট, ১০-১৪ গ্রেডের জন্য ১২০০ বর্গ ফুট এবং ১৫-২০ গ্রেডের জন্য ১০০০ বর্গ ফুট।

৩.৩। সভায় আরও জানানো হয় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রিসেটেলমেন্ট ভিলেজে ১৫ তলা বিশিষ্ট মোট ১২টি ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান SAMWHAN - Mir Akhter JV এবং TCEL-NDE JV কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অব্যবহৃত জমিতে প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট নির্মাণ করা যেতে পারে। নিম্নে বর্ণিত অফিস/প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিকট থেকে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করে আলাদাভাবে সৃজিত তহবিলের (ফান্ড) মাধ্যমে ফ্ল্যাটসমূহ নির্মাণ করে তাদের অনুকূলে ৯৯ বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ প্রদান করা যেতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ফান্ডের অপর্যাপ্ততা বিবেচনায় সাময়িকভাবে সেতু কর্তৃপক্ষের ফান্ড থেকে ধার নেয়া যেতে পারেঃ

ক্রমিক নং	দপ্তর
১	মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
২	বোর্ড সভার সদস্য, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৩	সেতু বিভাগ
৪	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৫	ঢাকা জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট শাখা
৬	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট

৩.৪। এপার্টমেন্টের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্মাণ ব্যয়ের সাথে সার্ভিস চার্জ যোগ করে মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়। সভায় আলোচনাকালে সেতু বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থার আবাসন সমস্যা সমাধানে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে ৯৯ বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৩.৫। আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

(ক) অনুচ্ছেদ ৩.৩ এ বর্ণিত দপ্তরসমূহের কর্মচারিদের জন্য সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজের অব্যবহৃত জমিতে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে কিস্তিতে আদায়যোগ্য ৯৯ বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে ফ্ল্যাট নির্মাণ, লীজ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) রিসেটেলমেন্ট ভিলেজে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দুটি ব্লকে ফ্ল্যাট নির্মাণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান SAMWHAN - Mir Akhter JV এবং TCEL-NDE JV এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট নির্মাণ করা যাবে;

(গ) বর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করে তাদের নিকট থেকে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করে একটি তহবিল (ফান্ড) গঠন করতে হবে এবং তা থেকেই ঠিকাদারের পাওনা

পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ফান্ডের অপর্যাপ্ততা দেখা দিলে সাময়িকভাবে সেতু কর্তৃপক্ষের ফান্ড থেকে ধার দেয়া যাবে;

(ঘ) বর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের গ্রেড অনুযায়ী নেট কার্পেটিং এরিয়া হিসেবে ফ্ল্যাটের সম্ভাব্য সাইজ হবে ১-৯ গ্রেডের জন্য ১৫০০ বর্গ ফুট:, ১০-১৪ গ্রেডের জন্য ১২০০ বর্গ ফুট এবং ১৫-২০ গ্রেডের জন্য ১০০০ বর্গ ফুট।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন এবং কারিগরি বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি ০৪ : **বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি নং ১৩(১) এবং ১৮ সংশোধন।**

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" এর ১৩(১) নং বিধি অনুযায়ী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে লেখা-পড়ার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষাবৃত্তি ১ সন্তানের জন্য বার্ষিক ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ সন্তানের জন্য বার্ষিক ৪০০০.০০ (চার হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানের সুপারিশ রয়েছে। আলোচনাকালে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে প্রস্তাবিত বার্ষিক সর্বোচ্চ ৪০০০.০০ (চার হাজার) টাকা অপ্রতুল বিবেচনায় ১ সন্তানের জন্য বার্ষিক ৬০০০.০০ (ছয় হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ সন্তানের জন্য বার্ষিক ১২০০০.০০ (বার হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৪.২। সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" এর ১৮ নং বিধি অনুযায়ী কোন সদস্য চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃতের পরিবারকে দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদান বাবদ ২৫,০০০.০০ (পচিঁশ হাজার) টাকা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭.৬.২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২৩.০৫.০০১.১৬-৭০০ নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে এই পরিমাণ ৩০,০০০.০০(ত্রিশ হাজার) টাকায় পুন:নির্ধারণের সুপারিশ করা হলে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৪.৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক)"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" এর বিধি নং ১৩(১) নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হবে:

"কোন সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় সর্বোচ্চ ২৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে ১ (এক) সন্তানের জন্য বার্ষিক ৬০০০.০০ (ছয় হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) সন্তানের জন্য বার্ষিক ১২০০০.০০ (বার হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে"।

বর্ণিত সিদ্ধান্ত ১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে কার্যকর হবে।

(খ) "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" এর ১৮ নং বিধিতে উল্লিখিত কোন সদস্য চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃতের পরিবারকে দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদান ২৫,০০০.০০ (পচিঁশ হাজার) টাকা হতে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকায় উন্নীত করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৫: **বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান অনুমোদন।**

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ব্যয়ের 'সাহায্য ও মঞ্জুরী/ভর্তুকী' এর 'কল্যাণ অনুদান' খাত হতে নির্বাহের বিষয়টি সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৪তম বোর্ড সভার অনুমোদন রয়েছে।

৫.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭.৬.২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২৩.০৫.০০১.১৬-৭০০ নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপণে বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকায় এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা হতে ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা হতে ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা হলে সভায় উপস্থিত সম্মনিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

৫.৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা হতে ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৬: **ব্যাংক এশিয়া লি:, বনানী শাখা কর্তৃক অতিরিক্ত প্রদত্ত ২.০৪ কোটি টাকা সুদ ফেরত প্রদান।**

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ব্যাংক এশিয়া লিঃ, বনানী শাখায় গত ১৬/৯/২০০৯ হতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) একটি SND হিসাব (নং-০১২৩৬০৫০৫৭১) পরিচালিত হয়ে আসছে এবং উক্ত হিসাবে সেতু কর্তৃপক্ষের FDR-এর অর্থ লেন-দেন করা হয়। ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর উক্ত শাখার ০৪/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্রে সফটওয়ারের ত্রুটির কারণে জানুয়ারি/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬ সময়ে SND হিসাবের সুদহার ৭.৫০% হতে ৩%-এর পরিবর্তে ভুলবশত: ৮.০০% হারে প্রদান করায় উক্ত সময়ে সেতু কর্তৃপক্ষকে এ বাবদ অতিরিক্ত ২,০৪,২০,৪১৪/১৩ (টাকা দুই কোটি চার লক্ষ বিশ হাজার চারশত চৌদ্দ এবং পয়সা তের মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়।

৬.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ব্যাংক এশিয়া লিঃ কর্তৃক ঘোষিত উল্লিখিত সময়ের SND হিসাবের সুদ হারের সাথে অন্য ৬ টি ব্যাংকের সুদ হারের সামঞ্জস্যতা পাওয়া গেছে। তাছাড়া এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ ব্যাংক এশিয়া লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত সুদ বাবদ প্রদত্ত বর্ণিত অর্থ ফেরতের দাবী বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনায় সঠিক বিবেচিত হওয়ায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তথা "বোর্ড" এর অনুমোদনক্রমে ফেরত দিতে কোন বাধা নেই মর্মে মতামত প্রদান করে। আলোচনান্তে ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর অতিরিক্ত সুদ বাবদ প্রদেয় অর্থ উক্ত ব্যাংকে ফেরত প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৬.৩। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ব্যাংক এশিয়া লি; বনানী শাখা কর্তৃক অতিরিক্ত সুদ বাবদ প্রদত্ত ২,০৪,২০,৪১৪/১৩ (টাকা দুই কোটি চার লক্ষ বিশ হাজার চারশত চৌদ্দ এবং পয়সা তের মাত্র) টাকা উক্ত ব্যাংককে ফেরত দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৭: **বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার, মেশিনপত্র এবং মালামাল অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন।**

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার, মেশিনপত্র এবং মালামাল অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৩ তম বোর্ড সভার অনুমোদন রয়েছে।

৭.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী মোটরযানের ক্ষেত্রে পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের উপর বিআরটিএ এর মতামত পাওয়ার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। এ জন্য এ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩.৪ এবং ৩.৫ বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে পরিদর্শন কমিটি-তে বিআরটিএ (মোটরযানের ক্ষেত্রে) এবং সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের (নৌযানের ক্ষেত্রে) ১ জন করে সদস্য রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত মূল্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার স্থলে ২ (দুই) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচনান্তে নীতিমালার প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে বিআরটিএ-এর মতামত এবং জনপ্রশাসন হতে এ সংক্রান্ত কোন সার্কুলার জারি হয়ে থাকলে এর আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭.৩। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার, মেশিনপত্র এবং মালামাল অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা-এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর বিআরটির-এর মতামত এবং জনপ্রশাসন হতে এ সংক্রান্ত কোন সার্কুলার জারি হয়ে থাকলে এর আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৮: **পদ্মা বহুমুখী সেতু এলাকায় (পশ্চিম প্রান্তে) আধুনিক মানসম্পন্ন হাসপাতাল স্থাপন।**

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পদ্মা সেতু চালু হলে দেশের দক্ষিণ/পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটবে। ঢাকার সাথে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যাতায়াতের দ্বার ব্যাপকভাবে উম্মুক্তের পাশাপাশি পদ্মার পশ্চিমাঞ্চলের জনসাধারণের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সিএসআর (Corporate Social Responsibility) উদ্যোগ গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের সুযোগ হবে। তৎপ্রেক্ষিতে, সড়কপথে যাতায়াতকালীন দুর্ঘটনার প্রতিকার ও জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণের আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা চালু ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

৮.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকায় কয়েক হাজার পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। এ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র কেবলমাত্র পুনর্বাসন এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণকে এর আওতায় আনার সুযোগ রয়েছে। এ জন্য পদ্মা সেতু এলাকায় পশ্চিম পাড়ে হৃদরোগ চিকিৎসার উন্নত ব্যবস্থাসহ একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব করা হলে সভায় উপস্থিত সম্মনিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৮.৩। আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

পদ্মা বহুমুখী সেতু এলাকায় পশ্চিম পাড়ে সাধারণ চিকিৎসার সাথে হৃদরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন ও কারিগরি বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৯: **বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৬-২০১৭ (প্রকৃত) এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট অবহিতকরণ।**

নির্বাহী পরিচালক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রকৃত আয় ব্যয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট অবগতির জন্য সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

আয়				ব্যয়			
বিবরণ	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	বিবরণ	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮
	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়	৪৫৬.৬৮	৪৮৬.৫৯	৪৮৮.৬৫	বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা	২৭.০৫	১৯.৩৫	৩৮.০৫
বঙ্গবন্ধু সেতুর রেল ট্যারিফ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	মুক্তারপুর সেতু পরিচালনা	৩.৭৭	৪.৭৩	৪.৩০
বঙ্গবন্ধু সেতুর বিদ্যুৎ ট্যারিফ	০.০৫	-	০.০৫	বঙ্গবন্ধু সেতু মেরামত	৪১.৩৭	২৭.৫২	২২.৭০
বঙ্গবন্ধু সেতুর গ্যাস ট্যারিফ	০.৩৩	০.৩৭	০.৪০	মুক্তারপুর সেতু মেরামত	৩.৮০	৩.১৪	০.৬০
বিটিসিএল লীজ	০.৩৭	-	০.৩৩	বেতন-ভাতা	৮.৫৮	১২.২৫	৮.৫৯
মুক্তারপুর সেতুর টোল আয়	১৬.৭০	১৭.০৪	১৭.৫৪	সরবরাহ ও সেবা	২৬.৬৪	১১.৩২	৩৮.৬৩
সেতুর অন্যান্য পরিচালন আয়	১.৩৮	১.৫০	১.৩৮	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২.৯৯	২.৮৩	৩.১০
বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার আয়	৮.৪১	১০.১০	৯.০০	বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ (আসল+বিনিময় হার+সুদ)	২১৯.৮৯	২২২.৮৬	২১০.৬২
ব্যাংক সুদ হতে আয়	১৩৮.০০	১৪৭.৫৪	১৩৮.০০	সাহায্য ও মঞ্জুরী	০.১০	০.০১	০.১০
কর্মচারীদের অগ্রিমের সুদ	০.০৩	০.০২	০.০৩	মূলধনী ব্যয়	২১.৭৫	৪.৯৬	৫৪.০২
অন্যান্য	৫.০০	৩.৫১	২.৭৬	অবচয় তহবিলের সুদ বিনিয়োগ	৫৫.০০	৪৭.৩১	৫৫.০০
				অন্যান্য মূলধনী ব্যয়	০.০৫	(০.০৬)	০.১০
				লভ্যাংশ পরিশোধ	১২.০০	৫.০০	১৪.০০
				অবচয়	৬৬.৯৭	৬৩.৯৯	৬৬.৯৭
				টোলের উপর ভ্যাট	৬১.৭৫	৬৪.৩৮	৬৬.০৩
				আয়কর	৭২.০৮	৭৬.৯৯	৮১.৩১
মোট=	৬২৭.৪৫	৬৬৭.১৭	৬৫৮.৬৪	মোট=	৬২৩.৭৯	৫৬৬.৫৭	৬৬৪.১২
				ঘাটতি/উদ্বৃত্ত=	৩.৬৬	১০০.৬০	(৫.৪৮)

৯.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বর্ণিত বাজেট ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০০.৬০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্য নতুন অপারেটর নিয়োগ করায় পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি পরিচালনার জন্য সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, পুরাতন যানবাহনসমূহ প্রতিস্থাপন ও জমি ক্রয়ের কারণে মূলধন খাতের ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ হবে ৫.৪৮ কোটি টাকা।

৯.৩। সভায় উপস্থিত বোর্ডের সম্মনিত সদস্যগণ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আয়-ব্যয় প্রকৃত এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটের বিষয়ে অবহিত হন।

আলোচ্যসূচি-১০ বিবিধ-ক: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্যগণের সন্মানী ভাতা পুন:নির্ধারণ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের ১০২ তম বোর্ড সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্যদের সন্মানী ৪০০০.০০ (চার হাজার) টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়। বোর্ডের সন্মানিত সদস্যগণ অনেক ব্যস্ততার মাঝেও সভায় অংশগ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত/পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। যা সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, পদমর্যাদা এবং বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সন্মানী ভাতার হার বিবেচনা করে সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সন্মানিত সদস্যগণের সন্মানী ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

১০.২। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সন্মানিত সদস্যগণকে প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৮০০০.০০ (আট হাজার) টাকা হারে সন্মানী ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করবে। এ সিদ্ধান্ত ১০৭তম বোর্ড সভা হতে কার্যকর হবে।

আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ:

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ